তারিখ : 17 AUG 2017
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...১-৬...

সমকাল

বন্যায় শিক্ষা ব্যবস্থার অপূরণীয় ক্ষতি

৭০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ তিন হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পানির নিচে

■ সাব্বির নেওয়াজ

প্রবল বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে দেশের অনেক জেলায় বন্যা পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। এ অবস্থায় অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। প্রতিষ্ঠানগুলোয় বন্যার পানি প্রবেশ করায় শিক্ষার্থীরা ক্লাস করতে পারছে না। হঠাৎ বন্যায় দেশের হাওর এলাকা তলিয়ে যাওয়ার দুই মাসের মাথায় আরও দুটি বন্যায় দেশের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলে শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপর্যয় নেমে আসে। চলমান বন্যায় বহু জেলায় গত জুন মাস থেকে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বন্যাকবলিত অন্তত ২০টি জেলায় প্রায় তিন হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জলমগ্ন হয়েছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ। এর বাইরে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করা হচ্ছে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে। সে কারণেও পাঠ কার্যক্রম পরিচালনা করা যাচ্ছে না। পানিবন্দি হয়ে পড়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর আসবাবপত্র, বই-খাতাসহ স্কুলের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে গেছে। কয়েকটি জেলায় মাধ্যমিক পর্যায়ের অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা বন্ধ রয়েছে। বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) এবং জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার্থীরা। স্কুল বন্ধ থাকায় এসব শিক্ষার্থীর ক্লাস, অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন পরীক্ষা বন্ধ রয়েছে। আগস্টে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা নেওয়ার কথা। শিক্ষা

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

বন্যায় শিক্ষা ব্যবস্থার

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন, বন্যা পরিস্থিতি এভাবে অব্যাহত থাকলে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোতে অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা আরও পিছিয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি পাস কোর্সের তিনটি, আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সারাদেশের মাদ্রাসাগুলোর ফাজিল পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। আসন্ন বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধনসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা স্থগিত করার দাবি জানিয়েছেন পরীক্ষার্থীরা। বন্যার সময় শিক্ষার ক্ষতি পোষাতে মন্ত্রণালয় নানা দিকনির্দেশনা দিলেও মাঠ পর্যায়ে তা বাস্তবায়ন করতে হিমশিম খাচ্ছেন কর্মকর্তারা।

এমন পরিস্থিতিতে গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বন্যায় শিক্ষার ক্ষতি পোষাতে করণীয় ঠিক করতে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে পড়ালেখার ক্ষতি পোষাতে করণীয় সম্পর্কে মাঠ কর্মকর্তাদের দিক-নির্দেশনা দিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে (মাউশি) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর এলিয়াস হোসেন সমকালকে বলেন, দুই দফা বন্যার কারণে চলতি বছর শিক্ষার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এটি কাটিয়ে ওঠার পাশাপাশি আসন্ন পাবলিক পরীক্ষায় বন্যার কী ধরনের প্রভাব পড়বে, তা নির্ণয়ে কাজ করা হচ্ছে। করণীয় সব কিছু করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে মাউশিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দেশের জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, হাওরে বন্যার রেশ না কাটতেই গত জুলাই থেকে ফের বন্যা দেখা দেয় সিলেট ও উত্তরবঙ্গের কিছু জেলায়। রমজানের ঈদের ছুটির পর দেশজুড়ে বিদ্যালয়ে পাঠদান শুরু হলেও বন্যার কারণে সিলেট ও মৌলভীবাজারের বেশির ভাগ বিদ্যালয় বন্ধ ছিল। জুলাই মাসে আবার বন্যা হলে সেই পানি এখনও নামেনি। এর মধ্যে গত ১০ আগস্ট থেকে পাহাড়ি ঢল ও অতিবৃষ্টির কারণে দেশের ২০টি জেলায় আবারও নতুন করে বন্যা দেখা দেয়। স্কুলগুলোতে পানি প্রবেশ করায় এবং সড়ক তলিয়ে যাওয়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

ভয়াবহ চিত্র : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, চলতি বন্যায় শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলা লালমনিরহাট। এই জেলার ২৪৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সব মিলিয়ে দেশজুড়ে বর্তমানে ৭০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় পানির নিচে। লালমনিরহাটে পাঠদান বন্ধ করে দেওয়া বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে লালমনিরহাট সদর উপজেলায় রয়েছে ৯৫টি, আদিতমারীতে সাতটি, কালীগঞ্জে ২০টি, হাতীবান্ধায় ২২টি ও পাটগ্রামে ১০৭টি। এ ছাড়া জেলায় ১৫টি কলেজ, ১০টি মাদ্রাসা এবং ২০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও পানি প্রবেশ করেছে। এসব বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম সাময়িক বন্ধ রয়েছে।

লালমনিরহাট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নবেজ উদ্দিন সরকার জানান, ২৪৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বন্যার পানি প্রবেশ করায় এবং স্থানীয় বন্যাকবলিত মানুষ আশ্রয় নেওয়ায় সাময়িকভাবে এসব বিদ্যালয়ে পাঠদান বন্ধ রয়েছে। বন্যায় শিক্ষার এই ক্ষতি পোষাতে বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করা হবে বলে জানান তিনি। গত ক'দিনের অবিরাম বর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে নেত্রকোনার দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নে বন্ধ রয়েছে ২৪৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদান। এর মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ২২৬টি। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এ কে এম রিয়াজউদ্দিন জানান, জেলায় বিভিন্ন উপজেলার বিদ্যালয়ে পানি প্রবেশ করায় ২২৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ রয়েছে। জামালপুরে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতিরও আরও অবনতি হওয়ায় ইসলামপুর উপজেলার ১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।

সিলেটের মৌলভীবাজারের সব পয়েন্টে নদী ও হাওরের পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানি প্রবেশ করায় জেলার বড়লেখা উপজেলার ৪৬টি, কুলাউড়া উপজেলার ৪০টি, জুড়ী উপজেলার ১৫টি, রাজনগর উপজেলার ১৪টি ও মৌলভীবাজার সদরের চারটি বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। স্থগিত করা হয়েছে সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার সবক'টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চলমান পরীক্ষা।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগীয় উপপরিচালক তাহমিনা খানম জানান, বন্যার কারণে যে ক্ষতি হচ্ছে, তা কাটিয়ে উঠতে বিকল্প চিন্তা করা হচ্ছে। বিদ্যালয়ে বন্যার পানি প্রবেশ করায় অনেক স্থানে আশপাশের বাড়িতে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে।

মাউশির রংপুর অঞ্চলের পরিচালক ড. এ কে এম সিরাজুল ইসলাম সমকালকে বলেন, 'রংপুর অঞ্চলের ৬৪২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বন্যার কারণে পাঠদান বন্ধ রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মাউশির রাজশাহী অঞ্চলের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. আবদুল মান্নান বলেন, নওগাঁ জেলার কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পানিতে তলিয়ে গেছে।

পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং..................
তারিখ..................
চীফ, পরিকল্পনা বিভাগ
চীফ, ডি.এস.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি. এ
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর